

দৈনিক পূর্বকোণ

নিউ মার্কেট মোড় এখন শহীদ কামাল উদ্দীন চত্বর

‘স্বাধীনতার স্তম্ভ’ উদ্বোধন

নগরীর ঐতিহ্যবাহী নিউ মার্কেট মোড়কে শহীদ কামাল উদ্দীন চত্বর ঘোষণা দিয়েছেন সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন। গতকাল নিউ মার্কেট মোড়ে ‘স্বাধীনতার স্তম্ভ’ উদ্বোধনের পর এ ঘোষণা দেন তিনি।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জমকালো অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে এটি উদ্বোধন করা হয়। বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলর তারেক সোলাইমান সেলিম, কে ওয়াই স্টিলের পক্ষে এক্সিকিউটিভ এস এম ইকরাম আলী ও অভিষেক সেনগুপ্ত, স্টিপ্ট এর পরিচালক আরিফুল হাসান, আদিউস ইক্ক এর স্বত্বাধিকারী আব্দুল আহাদ, সোহান মাসুদ ও চসিক নগর পরিকল্পনাবিদ এ কে এম রেজাউল করিম। এসময় উপস্থিত ছিলেন গোলাম মোহাম্মদ জোবায়ের, মোরশেদ আকতার চৌধুরী, রাজনীতিক নেতা জামশেদুল আলম চৌধুরী, সাবেক কাউন্সিলর জালাল উদ্দীন ইকবাল, রাজনীতিক মশিউর রহমান চৌধুরী, কামাল উদ্দীন স্মৃতি সংসদের সভাপতি



নগরীর নিউ মার্কেটস্থ শহীদ কামাল উদ্দীন চত্বরে ‘স্বাধীনতার স্তম্ভ’ উদ্বোধন করছেন সিটি মেয়র আ জ ম নাছির উদ্দীন

আনিসুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক সাদেক হোসেন পাঙ্গু, শওকত হোসেন, আবদুস সালাম মাসুম, সাইফুদ্দীন আহমদ, তানভীর আহমেদ রিংকু, জাহাঙ্গীর আলম, শহীদ কামাল উদ্দিনের বড় ভাই মাকসুদুল আলম, খোরশেদ আলম প্রমুখ। নগর

● ৯ম পৃষ্ঠার ২য় ক.

নিউ মার্কেট মোড় এখন শহীদ কামাল উদ্দীন চত্বর

● ১২ পৃষ্ঠার পর

সৌন্দর্যবর্ধনের অংশ হিসেবে আউট সোর্সিংয়ের মাধ্যমে প্রায় ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নিউ মার্কেট গোল চত্বর এবং আশপাশের এলাকার কাজটি করছে স্টিপ্ট এবং আদিওস ইক্ক। এই প্রতিষ্ঠানদ্বয়কে পৃষ্ঠপোষকতা করছে কে ওয়াই স্টীল। এই কাজের মধ্যে থাকবে পুরাতন রেলওয়ে স্টেশন, জিপিও ও শাহ আমানত শপিং কমপ্লেক্স পর্যন্ত ১ দশমিক ৭ কিলোমিটার সড়ক এলাকার মিড আইল্যান্ড এবং ফুটপাথের সৌন্দর্যবর্ধন, আধুনিক যাত্রী ছাউনি, টয়লেট স্থাপন এবং ফুটওভার ব্রিজের সংস্কারকরণ। ইতোমধ্যে বেশ কিছু কাজ সম্পন্ন করেছে চুক্তিবদ্ধ দুই প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতার স্তম্ভ উদ্বোধন উপলক্ষে নিউ মার্কেট শহীদ কামাল উদ্দীন স্কোয়ারে পরিণত হয় মিলনমেলা। সন্ধ্যা থেকে ২৭ফুট উচ্চতার স্বাধীনতার স্তম্ভ, ১০ফুট প্রস্থ এবং ফোয়ারা, বাগান ও ডিজিটাল আলোকায়ন বিশিষ্ট ৪০ফুট গোল চত্বরটি এক পলক দেখার জন্য জড়ো হতে থাকে হাজারো মানুষ। তা দেখে মানুষ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন। এই স্বাধীনতা স্তম্ভে বাংলাদেশের স্বাধীকার আন্দোলনে ৪টি অধ্যায় তুলে ধরা হয়েছে। প্রথম ধাপে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন,

দ্বিতীয় ধাপে ১৯৬৬ সালের ছয় দফা দাবি, তৃতীয় ধাপে ১৯৬৯ গণঅভ্যুত্থান এবং সর্বশেষ ধাপে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস স্পাইরাল টাওয়ারের মধ্যমে প্রতীকি রূপে তুলে ধরা হয়েছে। এই স্বাধীনতার স্তম্ভে রাতে চাঁদে আলো ও দূর থেকে আসা গাড়ি হেডলাইটও অপেক্ষ প্রতীবিস্তৃত হচ্ছে। দিন ও রাত্রি ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রদর্শন করছে। এছাড়াও বিশেষ বিশেষ দিনকে উপলক্ষ্য করে রাত্রিকালীন ভিন্ন ভিন্ন রং ধারণ করবে। উল্লেখ্য শহীদ কামাল উদ্দিন সরকারি সিটি কর্পোরেশন ছাত্র ছিলেন। তিনি সিটি কলেজ ছাত্র সংসদের দুই বারের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ১৯৮৯ সালের ১৭ আগস্ট চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে এক সহকর্মীকে রক্ত দিয়ে ফেরার পথে সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়ে গুরুতর আহত হন। মৃত্যুর সাথে চারদিন পাঞ্জা লড়ে অবশেষে ২১ আগস্ট তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন ছাত্র নেতা জনাব কামাল উদ্দিন। এই শহীদের আত্মদান অমর করে রাখার জন্য শহীদ কামাল উদ্দিনের জন্ম ও মৃত্যু সন সর্বোপরি তাঁর জীবনীর কথাও এখানে সন্নিবেশিত করা হবে। পরে মেয়র স্বাধীনতার স্তম্ভ ফলক উন্মোচন করেন।-বিজ্ঞপ্তি